কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... 2 ......

প্রাথমিকের পাঠ্য বই ছাপা নিয়ে মুদ্রণকারী-বিশ্বব্যাংক মুখোমুখি

আজিজুল পারভেজ ▷

প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যের বই ছাপা নিয়ে ,জটিলতা দেখা দিয়েছে। বইয়ের মান প্রশ্নে বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রণশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মুখোমুখি অবস্থানে এখন। একদিকে বিশ্বব্যাংক ছাপার মান বিষয়ে শর্ত জুড়ে দিয়েছে, অন্যদিকে কাজ পাওয়া দেশীয় মুদ্রণশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো টেন্ডারের শর্তের বাইরে কোনো নতুন শর্ত মানবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ অবস্থায় ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়াটা জটিল হয়ে পড়তে পারে।

ছাপার কার্যাদেশ দিতে এরই মধ্যে প্রায় এক মাস বিলম্ব হয়ে গেছে। গত বছর যেখানে জুলাই মাসে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল সেখানে এ বছর আগস্টের ২৬ তারিখে (আজ) কার্যাদেশ দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, বিশ্বব্যাংক ছাপার কাজে অনাপত্তি (এনওএ) ছাড় করতে সময় নেওয়ায় এ বিলম্ব।

এনসিটিবির . চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল রাতে জানান, বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি পাওয়া গেছে। এর ভিত্তিতে আগামীকালই (আজ বুধবার) বই ছাপার কার্যাদেশ দেওয়া হবে। আশা করি প্রকাশকরা তা গ্রহণ করে কাজ শুরু করবেন। কাজ শুরু হলে যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে সমস্যা হবে না। তিনি জানান, ছাপার কাজের মান নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাংক যেসব নতুন শর্ত আরোপ করেছে সেগুলো উল্লেখ করেই কার্যাদেশ দেওয়া হচ্ছে।

মুদ্রণশিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত গত রাতে কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক টেন্ডারের শর্তের বাইরে কোনো শর্ত তাঁরা মানবেন না। প্রয়োজনে তাঁরা আদালতে যাবেন। তিনি বিশ্বব্যাংকের নতুন শর্তকে পাঠ্য বই নিয়ে ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন।

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে জানা গেছে, এবার প্রাথমিক স্তরের জন্য সাড়ে ১১ কোটি পাঠ্য বই প্রকাশ করা হবে। এ কাজের জন্য এনসিটিবি আন্তর্জাতিক টেন্ডার ডাকে। এতে কিছু দেশীয় মুদ্রণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান

এক মাস বিলম্বে আজ কার্যাদেশ দেওয়া হচ্ছে

সিন্ডিকেট করে টেন্ডার জমা দেয়। সরকার বই ছাপার সম্ভাব্য দর নির্ধারণ করেছিল ৩৩০ কোটি টাকা। কিন্তু ছাপাখানা মালিকদের একটি অংশ সিন্ডিকেট গঠন করে ২২১ কোটি টাকা দর দিয়েছে। যা সরকারের প্রাক্কলিত দরের চেয়ে ৩২ শতাংশ কম। এতে বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। বাজার মূল্যের চেয়েও অবিশ্বাস্য কম দামে বই ছাপার দর দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেওয়ায় বিশ্বব্যাংক মানসম্মত বই পাওয়ার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংক প্রথমে দরপত্র বাতিলের কথা বললেও এখন মুদ্রণকারীদের চাপে রাখতে কিছু শর্ত দিয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে ছাপার আগেই কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের নমুনা তাদের কাছে পাঠাতে হবে। ছাপার সময় তাদের টিমকে যেকোনো প্রেস পরিদর্শনের সুযোগ দিতে হবে। ছাপা শেষে উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছানোর পর তা ফের নিরীক্ষা করতে হবে। কাজের গুণগত মান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিল পরিশোধ করা যাবে না। ছাপাখানার মালিকদের জামানত বিদ্যমান ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করতে হবে।

কেবল বিশ্বব্যাংকই নয়, পাঠ্য বইয়ের ছাপার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ও। এ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভায় এবারের কাজ তদারকির জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রাথমিকের বিনা মূল্যের বইয়ের মোট খরচের মাত্র ৯.৫ শতাংশ দেয় বিশ্বব্যাংক। এ হিসাবে বিশ্বব্যাংক প্রায় ২০ কোটি টাকা দেবে। বাকি অর্থ জাতীয় তহবিল থেকে জোগান দেওয়া হবে।

কার্যাদেশ দেওয়ার পর ছাপাখানার বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ এবং উপজেলায় বই পৌঁছাতে কমপক্ষে ১৩০ দিন সময় লাগে। ১ জানুয়ারি বই দিতে গেলে আজ থেকে সময় বাকি আছে ১২৫ দিন। এ অবস্থায় ছাপাখানার মালিকরা কার্যাদেশ গ্রহণ না করলে কিংবা আপত্তি জানিয়ে মামলায় গেলে যথাসময়ে বই ছাপা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।